R.N N0. 2532/57 | Ph-266228(Press), STD 03483, M-8436330907 P. Regd. No.MSD/05/2010-12

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।
ইউনাইটেড ব্রীক্স
ওসমানপুর, পোঃ – জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং – 03483-264271
M- 9434637510

পরিবেশ দূষণ মুক্ত করতে বৃক্ষরোপণ করুন। ভু-গর্ভস্থ জলের অপচয় রুখতে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করুন।

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)
প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
সোমনাথ সিংহ - সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার - সম্পাদক

১০১ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ১০ই আষাঢ় ১৪২১ ২৫শে জুন, ২০১৪ | নগদ মূল : ২ টাকা বার্ষিক ১০০, সডাক ১৮০ টাকা

প্রাইভেটপ্রাকটিসের চাপে বি.এম.ও.এইচ কলবুক পেয়েও দেরীতে হাসপাতালে – তাই নিগৃহীত হলেন

নিজস্ব সংবাদদাতা : সুতী-১ ব্লকের আহিরণ স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ব্লক মেডিক্যাল অফিসার ডাঃ অমিত মালাকার স্বাস্থ্য পরিষেবায় গাফিলতির অভিযোগে ১৯ জুন সকালে এক গ্রামবাসীর হাতে নিগৃহীত হন। খবর, এক মুমূর্ষু বাচ্চাকে অচৈতন্য অবস্থায় সকাল সাতটা নাগাদ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। সিষ্টার কলবুক পাঠালেও আটটা পর্যন্ত কোন ডাক্তারের পাত্তা পাওয়া যায় না। প্রত্যেকেই প্রাইভেট প্রাকটিসে ব্যস্ত। বেগতিক দেখে শিশুটির আত্মীয়রা তাকে অন্যত্র নিয়ে চলে যান। অল্প বয়সের ক্ষুব্ধ বাবা ওখানে অপেক্ষা করেন। পরে বি.এম.ও.এইচ

(৪পাতায়)

পুলিশের বিরুদ্ধে ডেপুটেশনে পুলিশ হত্যার প্রধান অভিযুক্তর নাম খারিজের আবেদন

নিজস্ব সংবাদদাতা : ১৬ জুন সন্ধ্যেয় রঘুনাথগঞ্জে থানার সামনে পুলিশের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ এনে মাইক বক্তব্য রাখেন তৃণমূল কংগ্রেসের এক সময়ের টাউন সভাপতি গৌতম রুদ্র, বাবলু সেখ, সামসের সেখ প্রমুখ। খবর, ঐ দিন দুপুরে জঙ্গিপুর পারে মহম্মদপুরে কলেজ হোস্টেলের কাছে স্থানীয় থানার আই.সি হেলমেটবিহীন মোটর সাইকেল আরোহীদের বেশ কিছু গাড়ী আটক করেন। এর মধ্যে জঙ্গিপুর মির্দ্ধাপাড়ার সামসের সেখও ছিলেন। তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের জঙ্গিপুর লোকসভা এলাকার মাইনোরিটি ফোরামের সভাপাতি। আই.সি তাঁর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন বলে সামসেরের অভিযোগ। এর প্রতিবাদে ঐ দিন সন্ধ্যেয় কিছু সমর্থক নিয়ে থানায় বিক্ষোভ দেখান। পরবর্তীতে আই.সি তাঁর চেম্বারে বিক্ষোভকারীদের ডেকে পাঠালে গৌতম রুদ্র, বাবলু সেখ, দুর্গা ব্রহ্মচারীরা আজকের ঘটনাকে উপেক্ষা করে জঙ্গিপুর পুর এলাকার জয়রামপুরের পুলিশ হত্যার প্রধান অভিযুক্ত ওয়াখিল আহম্বেদের নাম বাতিল, সুজাপুরে রাস্তা সংস্কারের নামে বোমা বাজিতে আসামীর তালিকা থেকে তৃণমূল কর্মীদের নাম বাতিল ইত্যাদির

(৪পাতায়)

পুরসভায় প্রার্থী নিয়োগ নিয়ে আর টালবাহানা নয় – পুরপিতা

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর পুরসভার রিক্রুটমেন্ট কমিটির সভা হয়ে গেল ১৭ জুন। সেখানে ডি.এল.বির প্রতিনিধি, ঐ কমিটির ৩ জন কাউন্সিলার। এক্সিকিউটিভ অফিসার উপস্থিত ছিলেন। ডি.এমের কোন প্রতিনিধি ছিলেন না। আলোচনা ঠিক হয় প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষার নম্বরের ভিত্তিতে প্রত্যেক পদ থেকে ১৫ জনকে নির্দিষ্ট করা হবে। তার ভিত্তিতে আগামী ১২ এবং ১৩ আগস্ট 'সি' ও 'ডি' গ্রুপের মৌখিক পরীক্ষায় প্রার্থী নির্বাচন চূড়ান্ত করা হবে। নিয়োগ নিয়ে আর কোন টালবাহানা থাকবে না। এই প্রসঙ্গে আরও জানা যায়, রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরের জন্য দু'জন স্যানিটারী ইন্সপেক্টরের পদ সরকারী স্বীকৃতি পেয়েছে। এদের নিয়ে মোট ২৫টি পদে প্রার্থী নিয়োগ হবে। এক সাক্ষাতকারে এ খবর জানান

(৪পাতায়)

পথ দুর্ঘটনায় গাড়ী চালকের মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা : পিক আপ ভ্যানে জঙ্গিপুর থেকে লিচু নিয়ে শেয়ালদায় নামিয়ে ফাঁকা গাড়ী জঙ্গিপুর ফিরছিল। ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কে অনুপপুর ও মির্জাপুর সড়কের বাঁকে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ১০ চাকা লরির সঙ্গে মুখোমুখি আঘাত লাগে। পিক আপ ভ্যানের ড্রাইভার ফিটু সেখ (৪০) ঘটনাস্থলে মারা যান। বাড়ী ডালখোলা।

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইকত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান
গৌতম মনিয়া
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন:২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১০ই আষাঢ়, বুধবার, ১৪২১

বল মা তারা দাঁড়ায় কোথা

বহুশ্রুত ও বহুগীত শাক্তপদের একটি অংশ যাহা আলোচ্য নিবন্ধের শিরোনাম হইয়াছে, তাহা বর্তমানকালে সাধারণ মানুষ বিভিন্নভাবে কতটা জেরবার হইতেছে, তাহারই দ্যোতক হইয়াছে। ইংরেজ কবি লর্ড টেনিসন তাঁহার একটি কবিতায় কর্তব্যরত অগ্রসরমান এক ক্ষুদ্র সৈন্যদলের অসহায়ত্ব ও বিপদ বুঝাইতে বামে, দক্ষিণে ও সম্মুখে গর্জনকারী অগ্নিবর্ষী কামানসমূহের উল্লেখ করিয়াছেন। বস্তুত রাজ্যের সাধারণ মানুষ ক্ষেত্রবিশেষে এমন বিপন্ন যে বলিবার নয়।

ভোটে রিগিং, গণনায় কারচুপি, ঠ্যাঙ্গারে বাহিনীর পরিচালনায় ভোট পর্বের সুপরিচালনা ইত্যাদি একটা সাময়িক ব্যাপার। ইহা সব সময়ের বিপদ নয়। কিন্তু বর্তমানে সারা বৎসরই নানা অপকৌশলে মানুষের জীবনযাত্রার স্বাভাবিক নির্বাহকার্য চরম বিঘ্নিত। গ্রামে-গঞ্জে কোন রাজনৈতিক দলের অপরিসীম প্রভাবের জন্য বিরুদ্ধ রাজনৈতিক ব্রতাবলম্বীদের স্বচ্ছন্দ বসবাস রহিতেছে না। প্রবলের আক্রোশের শিকার হইয়া বিভিন্নভাবে হেনস্থা হইবার ঘটনা আজ সুলভ। 'প্রতিকারহীন' শক্তের অপরাধ আর বিস্ময়ের উদ্রেক করে না। প্রবলের অসংখ্য অন্যায়ের বন্যায় 'বিচারের বাণী' ভাসিয়া যায়। শান্তিরক্ষক প্রশাসন রাজনৈতিক দলের প্রশয়পুষ্ট হইয়া সাক্ষীগোপালের অথবা 'ঠুটো জগন্নাথ' – এর ভূমিকা লইয়া কোন কোন ক্ষেত্রে কৃতজ্ঞতার ঋণ পরিশোধ করিতেছে। তাই শ্মশানভূমিতে পিশাচের তাণ্ডব স্থানে স্থানে নারী ধর্ষণের মহোল্লাস, বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রী ভর্ত্তি করিতে কালীয় নাগের বিষাক্ত শ্বাস, পথে প্রান্তরে নব্য যুবকদের মোটর সাইকেলের দাপাদাপি, মোবাইলে যুবতীদের উদ্দেশ্যে অশালীন প্রস্তাব, শান্তিপ্রিয় অভিভাবকদের প্রতি ভীতি প্রদর্শন বন্ধ নেই, সাংবাদিকদের কর্তব্যপালনে বাধা দান নিত্য ঘটনা।

অর্থনৈতিক দুর্দশা সাধনের বিপুল প্রয়াস এখনকার দিনে লক্ষণীয়। 'অচলা' তাই সচলা হইয়াছে। এক তহবিলের অর্থ অন্যত্র সরিয়া যাইতেছে। কোথাও কোথাও ডাকঘরে তছরূপের দুর্নীতি চলিয়াছে।

খুন-ধর্ষণ-দুর্নীতি-ভীতিপ্রদর্শন-অত্যাচার-অর্থ তছরূপ বহাল তবিয়তে সারাদেশে স্থান করিয়া লইতেছে। অভিযুক্ত বেমালুম নিশ্চিন্ত রহিতেছে। সাধারণ মানুষ আজ কোথায় দাঁড়াইবে তাহাই প্রশ্ন।

।। জঙ্গিপুরের পুরা কথা ।।

হরিলাল দাস

জঙ্গিপুর বলতে অনেক কিছু বোঝায়। রঘুনাথগঞ্জের অপর পারে, ভাগীরথী নদীর পূর্ব পারের পৌর শহরের নাম জঙ্গিপুর। স্বাধীন ভারতে জঙ্গিপুর বিধানসভা এবং লোকসভা নির্বাচন ক্ষেত্রের নাম বোঝায়। এই কেন্দ্র দুটির পরিধি সমান নয়। আর জঙ্গিপুর হচ্ছে মুর্শিদাবাদ জেলার উত্তরাঞ্চলের একটি মহকুমা।

জঙ্গিপুর নামটি নিয়েও মত ভেদ আছে। জঙ্গ থেকে জঙ্গি–সেই সংকেত বহন করছে জঙ্গিপুর। ভিন্নমতে জাহাঙ্গীরপুর নাম কালক্রমে রূপান্তর হয়ে জঙ্গিপুর হয়েছে। এই নামতত্ত্বের মধ্যে যে সব তথ্য আসছে তা থেকে এটা নির্ণীত যে, মোগল যুগে বা বাদশাহী আমলে নামটি হয়েছিল। এখানে দুটি প্রশ্ন আসে – (১) জঙ্গিপুরের অবস্থান নিয়ে, (২) বাদশাহী কালের পূর্বে এই স্থানের নাম কি ছিল। সেই পরিচয় উদ্ধার করতে আমাদের ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে ভূগোলও জানতে হবে। ভূগোল মানে স্থান-অবস্থান ও তার সীমা-পরিধি এবং ইতিহাস বলতে কোনসময় মানে কাল নির্ণায়ক ইতিকথা।

জঙ্গিপুর মহকুমার উত্তরাংশে অবস্থিত ফরাক্কা এবং ফরাক্কা ব্যারাজ। এই বাঁধ এবং সেতু কতদিন আগে নির্মিত ? কখন চালু হয় ? এই নির্মাণের উদ্দেশ্য কী ? এসব তথ্য হচ্ছে ইতিহাসের বিষয়। মাটির উপরের ইতিহাস। মাটির গভীরে থাকে উপাদান – যাকে বলা হয় প্রত্নতত্ত্ব। ফরাক্কার প্রাচীনতার প্রমাণ উঠে এসেছে বাঁধ নির্মাণের সময় মাটির তলদেশ থেকে। তাই বর্তমান জঙ্গিপুর মহকুমার সীমায় অবস্থিত ভূভাগের ইতিহাস বহু প্রাচীণ। পুরনো কথাই হচ্ছে পুরকথা। (৪পাতায়)

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্র লেখকের নিজস্ব)

তৃণমূল নেতাদের ভাবমূর্তি প্রসঙ্গে

১১ জুন ২০১৪ জঙ্গিপুর সংবাদে "জঙ্গিপুরে তৃণমূল নেতাদের ব্যাপক দুর্নীতিতে কর্মী মহলে ক্ষোভ" অনুচ্ছেদে আমার এবং অন্য দু'জন সেখ মহঃ ফুরকান ও চয়ন সিংহ রায়ের নামে যে সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে তা ভিত্তিহীন, উদ্দেশ্য প্রণোদিত। এর মধ্যে কোন সত্যতা নেই।

সেখ পারভেজ আলম

সভাপতি, জঙ্গিপুর মহকুমা তৃণমূল যুবা কমিটি

সংবাদদাতার কথা : মিথ্যা সংবাদ, ভাবমূর্তি নষ্ট, উদ্দেশ্য প্রণোদিত ইত্যাদি অভিযোগ গতানুগতিক। জঙ্গিপুর স্ট্যান্ডে অটো বা পিক ভ্যান নামাতে গেলে ১০,০০০ বা ৮,০০০ টাকা আদায় করা হচ্ছে কিনা ? এ বছর প্রাথমিকে আপনার চাকরী হয়েছে কিনা ? এর জন্য কোন ট্রেনিং নেয়া আছে কিনা ? মিঠিপুরের সিপিএমের প্রাক্তন প্রধান ফরমেজ আলির ছেলে ওয়ার্ডেনের চাকরী পেয়েছেন কিনা ? এসব খবর জনসাধারণ জানতে চাইছে।

জঙ্গিপুরের যন্ত্রণা

রঞ্জন মুখোপাধ্যায়

"নদীর এপার কহে ছাড়িয়া নিঃশ্বাস / সুখাধিক্য ওপারেতে দুই পারেরই বিশ্বাস" – নিতান্ত হতাশাগ্রস্ত হয়েই এই জনপ্রিয় লাইন দুটি পরিবর্তন করতে বাধ্য হলাম। আমি এই যমজ শহরের জঙ্গীপুর অংশের বাসিন্দা। দুর্ভাগ্যবসত আজও জঙ্গীপুর পারেই বাস করছি। যে জায়গায় বসবাস করি সেটা রঘুনাথগঞ্জের হাই প্রোফাইল অঞ্চলগুলোর থেকে অনেক বেশি গ্রামীণ এবং পৌর সুখ-সুবিধা ভোগদখলের অধিকারী। অতীত সাক্ষী দুই পারের মিলিত পৌরসভার পৌরপিতা অধিকাংশ সময়ই এপার হতেই মনোনীত হয়েছেন এবং আজও আছেন। এখানে দুটি হাই স্কুল, এবং একমাত্র সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত কলেজ, ক্রমশঃ গুরুত্বহীন এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ এর অফিস এপারে স্থিত হয়েছিল এবং বছর দশেক আগে এপারের মানুষের সবথেকে চাহিদার ও আহ্লাদের উপহার ভাগীরথী ব্রীজ। ব্যস যথেষ্ট!! জঙ্গীপুরবাসির চাহিদার এখানেই ইতি।। ভাগীরথী ব্রীজের দৌলতে এপার ও ওপারের মধ্যে বহু আকাঙ্খিত যোগাযোগ সহজ হওয়ায় আজ ভালো চাল থেকে শুরু করে ভালো মাছ কিনতে ওপারেই যাই। টিউশন কিমবা ডাক্তার দেখানো – টুক করতেই ওপার। সাধের এপারে যে ছাই একটা এম.বি.বি.এস ডাক্তারও নেই! যে কয়েকটি শিক্ষক বা শিক্ষিত পরিবার জঙ্গিপুর পারে ছিলেন অনেকেই তল্পিতল্পা গুটিয়ে পালাচ্ছেন। শ্রদ্ধেয়া মুখ্যমন্ত্রীর অলীক কল্পনা বিদ্যুৎ ব্যাঙ্কের ফলে আজ নাকি পশ্চিমবঙ্গেবিদ্যুৎ 'উদ্বৃত্ত'। অথচ এপারে গোটা দিনে বার দশেক অন্তত লোডশেডিং না হলে আমাদের কি নেই-কি নেই লাগে। অথচ মোমের আলোতে দেখতে পাই ওপারে দিব্যি পাওয়ার সাপ্লাই বিদ্যমান ; এ এক অদ্ভুত খুড়োর কল। ওপারের এলিট পাড়াগুলোতে নিরন্তর বিদ্যুৎ প্রবাহ এবং ভোল্টেজ এর আধিক্য লক্ষিত হয়, আর এপারে ১৫০ থেকে ১৮০-র মধ্যে বিচরণ করে।

মাসখানেক হতে চললো হরিসভার বটগাছটি পড়ে যায়। হরিসভার বুদ্ধিজীবিদের সাথে দীর্ঘ দরকষাকষির পর গাছটি কাটা শুরু হয়েছে। প্রতিদিন সকাল ৭ টা থেকে দুপুর ১ টা ; পারত পক্ষে মাত্র একটি করে ডাল কিমবা কান্ডের অংশ বিশেষ। ফলস্বরূপ সুদীর্ঘ সময় ধরে যানচলাচল বিপর্যস্ত। সময়করে হরিসভায় গেলেই দেখতে পাবেন। বেশ কিছু লোক হ্যাঁ করে ঊর্দ্ধপানে তাকিয়ে নাক কিমবা নখ খুঁটছেন আর তাড়িয়ে তাড়িয়ে গাছকাটা দেখছেন। হায়রে – কিছুদিন আগেও হরিসভার এই 'ধাপি' থেকে রাজ্য এমনকি তথাকথিত দেশ নিয়ন্ত্রিত হ'ত – 'মুখেনং মারিতং জগৎ'! একটি মাত্র মূল রাস্তা, বিকল্প রাস্তা সেভাবে তৈরী হলো না। অথচ কলেজের ধার দিয়ে একটা বিকল্প (৩পাতায়)

প্রেমের কবি নজরুল

সাধন দাস

স্বদেশী আন্দোলনের আগুনঝরা দিনগুলিতে জ্যৈষ্ঠের ঝড়ের মতো তাঁর দুর্বিনীত আবির্ভাব। একহাতে অগ্নিবীণা, অন্য হাতে বিষের বাঁশি নিয়ে বাঙালির ঘুমন্ত সত্তাকে আঘাতে আঘাতে জাগিয়েছিলেন এই ধূমকেতু কবি। তাই তাঁর নামের আগে সেঁটে গেছে 'বিদ্রোহী' অভিধাটি। কিন্তু কারার ওই লৌহকপাট ভেঙে আমরা কি কখনো পৌঁছাতে পেরেছি কবির অন্তরমহলে – যেখানে এক শান্ত নিস্তরঙ্গ নিকুঞ্জপথে চৈতালী চাঁদিনী রাতে তার প্রেমময় মোহন মূর্তিখানি গভীর যত্নে প্রতিষ্ঠালাভ করেছে। তার দীপ্ত ক্রুদ্ধ চোখের গভীরে কোনোদিন কি খুঁজেছি কোনো এক বিরহী প্রেমিকের গোপন অশ্রুজল ? তিনি যে কতোবড়ো রোমান্টিক প্রেমের কবি, তার পরিচয় তাঁর প্রেমের গানগুলির মধ্যে অক্ষয় হয়ে আছে।

একটি গানে রোমান্টিক নজরুল তাঁর স্বপ্নমানসীকে নিজের হাতে সাজিয়ে দিতে চেয়েছেন খোঁপায় তারার ফুল দিয়ে। শুধু তাই নয়, প্রেয়সীর দুই কানে তিনি পরিয়ে দেবেন তৃতীয়া তিথির চৈতী চাঁদের দুল। রামধনূ থেকে লাল রংটুকু নিয়ে তিনি প্রেমিকার পায়ে আলতা পরাবেন আর জোছনার সাথে চন্দন মিশিয়ে বানাবেন প্রেয়সীর অঙ্গরাগ। আকাশের দুটি তারার মতো তার অচঞ্চল স্থির আঁখিদুটি অনিমেষে তাকিয়ে থাকে কবির দিকে।

কিন্তু বিরহী নজরুল কোনোদিনই তাঁর মানসী প্রতিমাকে একান্ত করে পাননি। তাই তাঁর অধিকাংশ প্রেমের গানে ক্ষরিত হয় বিরহের অশ্রুজল। অভিমান উথলে ওঠে, তার উচ্চারণে – "যারে হাত দিয়ে মালা দিতে পারো নাই, কেন মনে রাখো তারে / ভুলে যাও মোরে ভুলে যাও একেবারে ?" ভুলে যেতে বললেও কবি নিজেও কি ভুলতে পারেন তাকে ? শাওন রাতে যখন বাইরে ঝড় ওঠে, তখন অকারণ অশ্রুতে কেন ভিজে যায় চোখদুটি? কেন কবি পদ্মার ঢেউকে ডেকে ডেকে বলেন – 'মোর শূন্য হৃদয়পদ্ম নিয়ে যা।' বুকভরা বেদনা ও অভিমান নিয়ে কেন বলতে হয় তাকে – 'আমি চিরতরে দূরে চলে যাবো, তবু আমারে দেবোনা ভুলিতে।' কেন তাঁর মনে হয় –

"আসিবে তোমার পরমোৎসবে কতো প্রিয়জন কে জানে,
মনে পড়ে যাবে কোন্ সে ভিখারী পায়নি ভিক্ষা এখানে।"

বিরহিনী সেই মেয়েটিও যে বড় দুঃখে থাকে। বরষণমুখর শ্রাবণদিন তাকে মনে করিয়ে দেয় সেই প্রিয়মুখ। তাই তার গলাতেও কান্নার সুর – 'শাওন আসিল ফিরে, সে ফিরে এলোনা।' আর তাই ধানী রং ঘাগরা আর মেঘরং ওড়না সে পরতে চায় না। মনও ভালো নেই তার। শ্রাবণের বিনিদ্র রজনী কাটে তারই কথা ভেবে ভেবে –

"নিশি নিঝুম ঘুম নাহি আসে।
হে প্রিয় কোথা তুমি দূর প্রবাসে।।"

এই নজরুল সম্পূর্ণ আরেকজন মানুষ। কাজেই নজরুলকে বিদ্রোহী কবি বললে, তাঁর পরিচয় খন্ডিত হয়ে যাবে, আমাদের কাছে তিনি হয়ে উঠবেন অসম্পূর্ণ মানুষ।

আচ্ছা দাওয়াই

শীলভদ্র সান্যাল

'ডাক্তার বাবু! ডাক্তার বাবু! দেখুন দেখি নাড়ি!
কেমন যেন জ্বর-জ্বর ভাব। চোখের পাতা ভারি!
দু'নাক বেয়ে জলের ধারা, রুমাল দিয়ে মুছি
জিভে কোনও স্বাদ পাই না, খাওয়াতে নেই রুচি
এক ফোঁটা ঘুম নেই তো চোখে। রাতগুলো যায় কেটে।
নিম্নচাপে ঘন-ঘন ছুটি যে টয়লেটে।
হাত-পা গুলো কেমন যেন যাচ্ছে হ'য়ে সরু
জীবন যেন আবর্জনা। জীবন যেন মরু।
ঝোঁকের মাথায় ইচ্ছে করে, জলে ডুবে মরি
কিংবা জ্বালা দেই চুকিয়ে দিয়ে গলায় দড়ি।
মাথায় এমন ঘনায় কত চিন্তা হিজিবিজি!

ডাক্তার বলেন, 'এখ্খুনি ভাই করতো ই-সি-জি।
গতিক ভালো টেকছে না তো, ব্যাপার গুরুতর
কফ রক্ত মল মূত্র – সবটা যাচাই করো।
রোগের মূলে যেতে হ'লে চাই জানা তার গুষ্টি
প্যাথলজি বিভাগ দেবে সেই ঠিকুজি কুষ্ঠি।
মোটাটাকায় ধোলাই হ'য়ে রিপোর্ট পেলে তবে
চ্যানেল ধ'রে তোমার তখন চিকিৎসাটা হবে।
দেখতে হবে প্রেসার কত, রক্তে কত চিনি।'
এই না ব'লে দু'শো টাকা ভিজিট নিলেন তিনি।
ডাক্তার বাবুর কথায় আমি চোখের জ্বলে ভাসি
টাকার ফাঁসে এ যে আমায় আস্ত দিলে ফাঁসি।।

জঙ্গিপুরের যন্ত্রণা .....(২য় পাতার পর)

এবং কার্যকরী রাস্তা অত্যন্ত দরকার ছিল। ওপারের মতো গঙ্গার বরাবর সৌন্দর্যায়ন কিমবা গঙ্গাতীরে বসার মত কিছু আমরা করতে পারি না। বরং সকাল-বিকেল কলেজের মনোরম নদীতট্ব্যাপি প্রাতঃকৃত্তের গন্ধ ও দৃশ্য! এপারের বালিকা বিদ্যালয়টির অবস্থা স্থিত হলেও উচ্চ বিদ্যালয়টির অবস্থা শোচনীয় ; সৌজন্যে – পরিচালন কমিটি। বহু সুখস্মৃতি বিজরিত এই স্কুলের বদলে এপারের অভিভাবকরা পার্শ্ববর্তী অন্য স্কুল পছন্দ করছেন। মাননীয় প্রধান শিক্ষক এবং অন্যান্যদের সম্বলিত প্রচেষ্টার কি এই ফল। আজও কলেজটি গোলমালে চলছে। কারণ অলটারনেটিভ চয়েস নেই। আচ্ছা পৌরবাসী সত্যিই জঙ্গীপুর পারের উন্নতি, চাহিদা এবং প্রয়োজনীয়তা আদৌ আছে কি ? নতুবা আমাদেরও প্রয়োজনীয়তার দোহাই দিয়ে জলের দরে বিক্রি করে কলকাতার রেটে রঘুনাথগঞ্জ শহর ; আর না পারলে মিয়াপুর – ঘোড়শালা যেতে হবে। শেকড় ছেঁড়া বড্ড কষ্টের, বরং যদি গোড়ায় একটু মাটি পাওয়া যেতো.....।

জঙ্গিপুর মহকুমায় সর্ব প্রথম আধুনিক পদ্ধতিতে উৎপাদিত উন্নতমানের দেশি-বিদেশি বিভিন্ন প্রজাতির ফুল-ফল ও কাঠের চারা গাছের বিপণন আমরা শুরু করেছি। আগ্রহী সকল প্রকার চাষিবন্ধু ও পুষ্পপ্রেমীদের জানাই সাদর আমন্ত্রণ।

আমাদের ঠিকানা ঃ

পার্থকমল সবুজশ্রী

একটি উন্নতমানের বিশ্বস্ত নার্সারী প্রতিষ্ঠান

সাং - হরিদাসনগর (কমল কুমারী দেবী মডেল স্কুলের পার্শ্বে)

পোঃ+থানা রঘুনাথগঞ্জ ✦ জেলা মুর্শিদাবাদ ✦ পিন-৭৪২২২৫

ফোন নং - 7797943802 / 8942908114 / 7797110047

মহকুমা শাসকের কাছে ডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা : উত্তর মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটি, ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে ২০ জুন জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসকের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। বিশেষ দাবীগুলোর মধ্যে ছিল ১। সুতী-ব্লকের রশুনপুর ও রেল স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় নারী নি ধর্ষণে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করতে হবে। ২। রঘুনাথগঞ্জ শ্মশানের বৈদ্যুতিক চুল্লী অবিলম্বে মেরামত করতে হবে। ৩। রঘুনাথগঞ্জ শহরের দূষণ নিয়ন্ত্রণে অবৈধ যান চলাচল বন্ধ করতে হবে। ৪। বর্ষার অতিরিক্ত জল নিকাশীর ব্যবস্থা দ্রুত করতে হবে ইত্যাদি। ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন সম্রাট ঘোষ,কমল সাহা, রামগোপাল চৌধুরী প্রমুখ।

প্রাইভেট প্রাকটিস .....(১ ম পাতার পর)

ডঃ মালাকার হাসপাতালে এসে কলবুক পেয়েও দেরীতে আসার কারণ জানতে চান। ডাক্তার ছেলেটির সঙ্গে দুর্ব্যবহার করলে নিগৃহীত হন। অনুসন্ধানে জানা যায়, ডাঃ অমিত মালাকার পূর্বতন বি.এম.ও.এইচ ডাঃ প্রধানের সময় থেকেই এখানে। প্রায় দশ বছর এক জায়গায় অবস্থান করছেন। পুরোনো কোয়ার্টার ছেড়ে নতুন কোয়ার্টারে এলেও আগের কোয়ার্টার ছেড়ে দেননি। সেখানে চুটিয়ে প্রাইভেট প্রাকটিস করেন। গর্ভপাত করে ঐ সব মহিলাদের স্বাস্থ্য পরিষেবায় হাসপাতালের স্টাফদের ওপর চাপ দেন। কেউ আপত্তি করলে চাকরীর ক্ষেত্রে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেবেন বলে আস্ফালনও দেখান। অভিযোগ, ডাঃ অমিত মালাকার ব্লক মেডিক্যাল অফিসার বা ডিসবার্সিং অফিসার (ডি.ডি.ও) বা এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার হয়ে প্রাইভেট প্রাকটিস করতে পারেন কিনা, তিনি নন প্রাকটিসিং এ্যালাউন্স পান কিনা ? স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অন্যান্য ডাক্তাররাও কি প্রাইভেট প্রাকটিস করতে পারেন ? এরা দিনের পর দিন প্রাইভেট প্রাকটিসে সময় দিয়ে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ডিউটিতে অবহেলা করে এলাকার মানুষের মনকে বিষিয়ে রাখছেন, আর পরিস্থিতিতে মানুষ উত্তেজিত হলে স্বাস্থ্য পরিষেবা বানচাল করে দেবার দুমকী দিচ্ছেন নগ্নভাবে। ভর্তি থাকা রোগীদের বাইরে বার করে দিয়ে হাসপাতালে তালা ঝুলিয়ে দিচ্ছেন। এটা আহিরণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি থাকা এক রোগীর আক্ষেপ।

পুলিশের বিরুদ্ধে .....(১ ম পাতার পর)

মৌখিক দাবী জানান। তার প্রেক্ষিতে আই.সি.আন্দোলনকারীদের প্রশ্ন করেন – কোন রকম নিয়ম না মেনে, আমাকে আগে থেকে না জানিয়ে থানার সামনে জটলা, মাইকে চিৎকার শুরু করলেন। এটা কি ধরনের আন্দোলন ? বাম আমলেও এই ধরনের বিশৃঙ্খলা দেখিনি। আর আমার বিরুদ্ধে ওপরতলায় কোথায় জানিয়েছেন সে ব্যাপারেও কোন ফোন পাইনি। শেষে বেগতিক দেখে আই.সির কাছে দুঃখ প্রকাশ করে আন্দোলনকারীরা থানা থেকে কেটে পড়েন। এক সাক্ষাতকারে আই.সি.সৈয়দ রেজাউল কবীর জানান,ওয়াখিল আহম্মেদের উস্কানিতে তরুণ কনষ্টবল সুমন্ত হালদারকে প্রাণ দিতে হয়। ওয়াখিলের বাড়ীর ছাদে ওর মস্তানবাহিনী সুমন্তকে হত্যা করে পাশের জলায় ফেলে দেয়। আর এতে মদত যোগায় ওয়াখিলের দাদা রুহুল আমিন। এর ব্যাপারে কংগ্রেসের মহঃ সোহরাব থেকে সিপিএম, তৃণমূল প্রত্যেক দলের নেতারাই সুপারিশ করেন। ওয়াখিলের বিরুদ্ধে স্পেশাল তদন্তের চেষ্টা চলছে। কতদিন গা ঢাকা দিয়ে থাকে দেখা যাক।

পুরসভায়.....(১ ম পাতার পর)

পুরপতি মোজাহারুল ইসলাম। তিনি আরো জানান, টাকার অভাবে অনেক জরুরী কাজে হাত দিতে পারছি না। তবে বর্ষার পর রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু করবো। চালু করবো ফুলতলা সুপার মার্কেট। যদিও প্রায় ব্যবসায়ী এখনও ঘরের সম্পূর্ণ টাকা মেটাননি। তবে সেখানকার রাস্তার ধারের ব্যবসায়ীদের অস্থায়ী ঝুপরীগুলো উচ্ছেদের ব্যবস্থা নেবে পুরসভা।

জঙ্গিপুরে পুরাকথা .....(২ ম পাতার পর)

বঙ্গদেশের ইতিহাস সুরু হয়েছে প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে। যে সময়ের কোনও লিখিত তথ্যাদি পাওয়া যায় না তাকে বলে প্রাক্ ইতিহাস যুগ। এখানে তার বিস্তারিত আলোচনা না হলেও প্রয়োজনে তার উপাদান ব্যবহার করা হবে। বঙ্গ খুব প্রাচীন দেশ। মহাভারত মহাগ্রন্থের উল্লেখ থেকে বোঝা যায় বঙ্গ হচ্ছে পুণ্ড্র, তাম্রলিপ্ত ও সুহ্মের সংলগ্ন দেশ। গঙ্গাভাগীরথীই ছিল বঙ্গের পশ্চিম সীমা। এবার 'রাঢ়' নিয়ে কিছু জানালে সহজেই জঙ্গিপুর মহকুমা এলাকায় পৌছে যাওয়া যাবে।

প্রাচীন বঙ্গের পশ্চিমাংশ রাঢ় নামে পরিচিত। পালিগ্রন্থ মহাবংশে রালরউ বা রাঢ়দেশ, জৈন গ্রন্থে 'লাঢ়'। এখন নির্ণয় করতে হবে জঙ্গিপুর মহকুমার অবস্থান। এই মহকুমা ভাগীরথী নদীর উভয় পারে ব্যাপ্ত এবং সর্বোত্তর অংশ গঙ্গা নদীর পশ্চিমে। তাই রাঢ় ও বরেন্দ্র ভূমির যুগলবন্দি বর্তমান মহকুমা এলাকায়।

ঐতিহাসিকভাবে ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভ করার আট বছর পর ক্লাইভ ১৭৬৩ সালে দিল্লির বাদশার কাছ থেকে সনদ পেয়ে দেওয়ানি লাভ করেন। সেই থেকে বলা যায়, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আমল শুরু। তার একশো বছর পর ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহ হয়। তার প্রতিক্রিয়ায় কোম্পানীর হাত থেকে শাসন ক্ষমতা চলে যায় ব্রিটিশ রাজের হাতে – শুরু হয় ইংল্যান্ডের মহারাণী ভিক্টোরিয়ার শাসন। সেই ব্রিটিশ রাজ অবসান হয় ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট মধ্য রাতে। ১৫ই আগস্ট খণ্ডিত ভারতে হয় স্বাধীনতার সূর্যোদয়।

ব্রিটিশ যুগের আগে ছিল পাঠান মোগল যুগ। এই যুগের ইতিহাস আলোচনায় বেশি হয়েছে এই মহকুমা নিয়ে। কিন্তু তার আগের কথা আলোচনায় বর্তমান মহকুমা ভূভাগের ইতিহাস কি ছিল সে দিকে আলোকপাত করা হচ্ছে জঙ্গিপুরের পুরা-কথা। এ প্রসঙ্গে ভারত ইতিকথার দিকে পিছিয়ে যেতে হবে।

খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে গ্রীক বীর আলেকজান্ডারের ভারত অভিযান। তখন কিছুগ্রীকদের লিখিত বিবরণ থেকে জানা যায় তৎকালীন ইতিহাস। খ্রিস্টীয় তৃতীয়-দ্বিতীয় শতকে মৌর্য রাষ্ট্রের অন্তর্ভূত হয়ে ছিল উত্তরবঙ্গ বলে অনুমান। পুন্ড্রনগর–মহাস্থান প্রভৃতির অবস্থান নির্ণয় করা গেছে। এরপর গুপ্ত যুগ, সে আমলে বাংলার অধিকাংশ গুপ্ত সাম্রাজ্যের অধীনে। ব্রহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী গুপ্ত রাজবংশের রাজত্ব কালেই ভারতবর্ষে পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বা হিন্দু ধর্মের অভ্যুত্থান ও প্রসার। যদিও জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি রাজকীয় উদারতা ছিল। এই সময়েই বাংলা দেশে আর্যভাষা, আর্যধর্ম ও সংস্কৃতির স্রোত আছড়ে পড়ে।

গুপ্তযুগে সুবর্ণমুদ্রা দিনার ও রৌপ্যমুদ্রা রূপক ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। এই যুগেই বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি বাণিজ্য সমৃদ্ধি দেখা যায়। সম্প্রতি জঙ্গিপুর মহকুমায় গুপ্তযুগের কয়েকখানা স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গেছে আহিরণের কাছে জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণের কাজের সময় তোলা মাটি থেকে। সে খবর সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। মুদ্রাগুলি কোথায় ছিল, কিভাবে পাওয়া গেল তা প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগের গবেষণার বিষয়। কিন্তু এখানে এই মুদ্রা প্রাপ্তি কিসের সাক্ষ্য বহন করে ? (চলবে)

জঙ্গিপুরের গর্ব

আমাদের প্রতিষ্ঠান দুপুরে বন্ধ থাকে না।

জঙ্গীপুর গিনি হাউস

শীততাপনিয়ন্ত্রিত শোরুম

গহনা ক্রয়ের উপের ১২ মাস টাকা জমিয়ে ১ কিস্তি ফ্রি পাওয়া যা।

আপনার প্রিয় শহর রঘুনাথগঞ্জ (দরবেশপাড়া), মুর্শিদাবাদ, Mob-9434442169 /9733893169

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ- রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন - ৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।